মেহেরপুরে বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবীতে হার্ডলাইনে ব্যবসায়ীরা!

এক ব্যবসায়ীকে লাঞ্চিত করার প্রতিবাদ ও বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবীতে দোকানপাট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে ব্যবসায়ীরা। একই সঙ্গে বাণিজ্য মেলা বন্ধ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যৌথ ব্যবসা সমিতির নেতারা।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেলার স্টল তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দসহ কয়েকজন ব্যবসায়ী দেখতে আসেন এবং মেলার আয়োজকদের কাছে জানতে চান স্কুল মাঠে মেলার অনুমোদন দিয়েছেন কিনা। এ নিয়ে মেলার আয়োজক কমিটি ও ব্যবসায়ীদের সাথে তর্কবিতর্ক শুরু হয়। এক পর্যায়ে এক ব্যবসায়ী লাঞ্চিত করার ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে দুপুর পৌনে তিনটার দিকে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় দোকানপাট বন্ধ রেখে চার রাস্তার মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন ব্যবসায়ীরা।

খবর পেয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন রওশন, মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিনসহ সেনাবাহিনী ও পুলিশের একাধিক টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহবান জানান। পরে বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনায় বসেন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু জানান, চলমান এসএসসি পরীক্ষার সময় জেলা প্রশাসকের অনুমোতিক্রমে মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয় মাঠে মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলা আয়োজন করে স্বপ্ন চুড়া নামের একটি সংগঠন। যা মেহেরপুরের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ মেলার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এ বিষয়ে মেলার আয়োজকদের এক সদস্য একজন ব্যবসায়ীর ওপর হামলা করে। মেলা বন্ধ ও হামলাকারীকে গ্রেফতার করতে এ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। মেলা বন্ধ না হলে আরও বড় কর্মসূচির ঘোষনা দেন ব্যবসায়ীরা।

জানা গেছে, মেলাটি প্রথমে স্টেডিয়াম মাঠে হওয়ার কথা ছিলো। সেখানে ক্রীড়ামেদিরা বাঁধা হয়ে দাঁড়ান। তারা জেলা প্রশাসককে

স্বারকলিপি দেওয়াসহ মানববন্ধন করেন। পরে সেখান থেকে মেলাটি মেহেরপুর সরকারি বালক ফুটবল মাঠে নিয়ে যান আয়োজকরা। গতকাল শনিবার স্কুল মাঠে চলছিলো মেলার স্টল বসানোর কাজ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২৪ সালের ২৩ জুন তারিখের ‘মেলা পরিপত্র ২০২৪’ থেকে জানা গেছে স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যমেলার আয়োজন করতে হলে স্থানীয় জেলা প্রশাসক স্খাণীয় চেম্বার অব কর্মাসের অনুমোদন সাপেক্ষে মেলার অনুমিত দান করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে, মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর বাণিজ্যমেলা করার জন্য কোন সংগঠণ মেলার করার আবেদন করেনি।

পরিপত্রের ২(খ) অনুচ্ছেদে বলা আছে, জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত এসোসিয়েশন/চেম্বারের সুপারিশের ভিত্তিতে ও স্থানীয় পুলিশ বিভাগের মতামত গ্রহণ করে পরিপত্রের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে অনধিক ১ (এক) মাসের জন্য বাণিজ্য মেলা আয়োজনের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। পরিপত্রের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের (চ) ধারায় বলা আছে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে মেলা করা যাবে না।

স্বপ্নচুড়া ফাউণ্ডেশনের সভাপতি আশিকুর রহমান শিশির বলেন, ব্যবসায়ীরা মেলা বন্ধ করার জন্য হুমকি দেন। মেলার পরিচালনার ম্যানেজারের সাথে সাথে তারা কথাকাটি করে এবং দীর্ঘক্ষণ এ ধরণের ঘটনা ঘটতে থাকলে স্থানীয়দের সাথে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ীরা মেলা স্থলে অনেক বাঁশসহ সরঞ্জামাদি ভাংচুর করেছে। ব্যবসায়ীদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ হয়নি।

তিনি আরও বলেন, যেহেতু অন্যান্য জেলায় স্কুল মাঠে মেলা হচ্ছে সে হিসেবে আমরা জেলা প্রশাসকের আবেদন করেছি, তাই জেলা প্রশাসক আমাদের স্কুল মাঠে অনুমতি দিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ সাংবাদিকদের জানান, স্বপ্নচুড়া ফাউন্ডেশন নামের একটা সংগঠনকে আগামী ২ মে থেকে মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, গতকাল শনিবার রাতে মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে মেহেরপুর যৌথ ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দরা যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে আজ রবিবার জেলা প্রশাসকের সাথে মিটিংয়ে যদি বাণিজ্য মেলা বন্ধের সিদ্ধান্ত না হয়, তবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সকল

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন ব্যবসায়ীরা। মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপুর বরাত দিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য জানিয়েছে ব্যবসায়ী রাশিদুল ইসলাম রনি।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপুর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আহবায়ক শামিম হোসেন, তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির আহবায়ক আব্দুস সামাদ, সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান, মেহেরপুর জুয়েলারি সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন, জেলা পরিবেশক সমিতির আবুল হাশেমসহ ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দরা।

উল্লেখ্য, স্বপ্নচুড়া ফাউণ্ডেশনের ব্যানারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র-জনতা এ মেলার অনুমতি নিয়েছে। আগামী ২ মে থেকে মেলা শুরু হওয়ার কথা। এরমধ্যে এসএসসি দাখিল ও সমমনা পরীক্ষা চলছে, শেষ হবে আগামী ১৩ মে।

মেহেরপুরের বারাদীতে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে বারাদী বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে কুশল বিনিময় ও গণসংযোগ করেছে জেলার নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খানের নেতৃত্বে গণসংযোগে অংশগ্রহণ করেন সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জব্বার, বারাদী ইউনিয়ন আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেন্দ্র ঘোষিত পাক্ষিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে দ্বিতীয় দিনের মত বারাদীতে গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেন।

গণসংযোগ কালে জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান বলেন, মানুষের ইতিবাচক সাড়া পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট, মানুষের আশা- আকাঙ্ক্ষা অনেক ভালো, মানুষ চায় আগামী দিনের পরিবর্তন ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক একটি সমাজ, একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য সবার আশা আকাঙ্ক্ষা আমরা দেখেছি আপনাদের কাছে আমরা দোয়া চাচ্ছি আগামী দিন পরিবর্তনের জন্য।

পরে বাদ মাগরিব বারাদি ইউনিয়নের সিংহটি পূর্বপাড়ায় একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মজিবর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, মিয়ারুল ইসলাম সহ আরো অনেকে।

ফিলিস্তিনে ইস/রাই/লী গণহত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল

গাজায় মুসলমানদের উপর ইসরাইলী গণহত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরের দিকে বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘের উদ্যোগে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘ মেহেরপুর সদর উপজেলার সভাপতি রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আহলে হাদিসের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি মাওলানা নুরুল ইসলাম। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আহলে হাদিস ইমাম পরিষদের সভাপতি আব্দুর রশিদ আক্তার।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নাজমুল হোসেন, মনিরুল মনিরুজ্জামান, ইয়াকুব আলী, সাজিদুর রহমান আকাশ প্রমূখ। পরে গাজায় মুসলমানদের উপর ইসরাইলী গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘ মেহেরপুর সদর উপজেলার সভাপতি রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির গণমিছিল

গাজা ও রাফায় ইসরায়েলি বর্বরোচিত গণহত্যা বন্ধের দাবিতে, নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ও ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপি এক গণমিছিলের আয়োজন করে।

শনিবার বিকেল ৫টার দিকে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের বামুনপাড়া পন্ডের ঘাট এলাকা থেকে মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

গণমিছিলে গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে নানা ধরনের স্লোগান দেওয়া হয়।

এ সময় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু ওবাইদুল্লাহ সেন্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা জাসাসের সভাপতি মাহফুজুর রহমান অশেষ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি,সহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এর আগে পন্ডের ঘাট এলাকায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, “ফিলিস্তিনে অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। জাতিসংঘকে অবশ্যই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসরায়েলকে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইসরায়েলের পণ্য বর্জন করতে হবে।”

মেহেরপুরে বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবিতে ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ

মেহেরপুরে বাণিজ্য মেলা বন্ধের দাবিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মেলার প্রস্তুতি চলাকালে ব্যবসায়ীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানান।
পরে তাঁরা নিজ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় বড়বাজারের ৪ রাস্তার মোড়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়। পরে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির ক্যাপ্টেন রওশন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে বাণিজ্য মেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত ছিল। তবে খেলার মাঠে মেলা আয়োজনের প্রতিবাদে খেলোয়াড়দের মানববন্ধনের পর স্থান পরিবর্তন করে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

শনিবার সকাল থেকে মাঠ প্রস্তুতের কাজ চলছিল। তখনই মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা সেখানে গিয়ে অবস্থান নিয়ে মেলা বন্ধের দাবি জানিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন।

মেহেরপুর পৌরসভা কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর পৌরসভা কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

নির্বাচনে সভাপতি পদে বাই-সাইকেল প্রতীকে ৪৪ ভোট পেয়ে খলিলুর রহমান বিজয়ী হন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ফুটবল প্রতীকে ৬১ ভোট পেয়ে সানোয়ার হাসান নির্বাচিত হন।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

সহ-সভাপতি হিসেবে লাভলী মন্ডল দেওয়াল ঘড়ির প্রতীকে ৫০ ভোট, সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কামরুন্নাহার আম প্রতিকে ৫০ ভোট, কোষাধ্যাক্ষ হিসেবে মেহেদী আল মামুন চাকা প্রতীকে ৪৭ ভোট, সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সাঈদ হোসেন মোরগ মার্কার প্রতীকে ৪৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। এছাড়াও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রচার সম্পাদক হিসেবে সাজেদুল ইসলাম জয় লাভ করে।

নির্বাচনের প্রধান নির্বাহী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। কমিশনার হিসেবে ছিলেন জয়নাল আবেদীন ও শফি উদ্দিন। তাঁরা উপস্থিত থেকে ফলাফল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৭৯ জন।

চিকিৎসকসহ নানা সঙ্কটে চলছে চিকিৎসা সেবা

চিকিৎসক, শয্যা, ঔষধসহ অন্যান্য জনবল সংকটে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল। জেলার প্রায় ৮ লাখ জনবলের চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানটি নিজেই যেনো অসুস্থ। প্রতিদিনই ভীড় করছে রোগীর সংখ্যা।

তিল ধারণের ঠাই নেই এই হাসপাতালটিতে। অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার থাকলেও চিকিৎসকের অভাবে বন্ধ প্রায় সকল ধরনের অপারেশন। গর্ভবতী মায়েদের সিজার করাতে হলেও যেতে হচ্ছে বিভিন্ন ক্লিনিকে। এতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন রোগীরা। দ্রত সিজারিয়ার অপারেশন চালু করার দাবী ভুক্তভেগীদের।

এদিকে হাসপাতালে স্বেচ্ছা সেবক হিসেবে কর্মরতদের বিরুদ্ধে রয়েছে রোগীদের জিম্মি করে টাকা আদায়ের অভিযোগ। আয়াদের টাকা না দিলে দেয়া হয়না ছাড়পত্র। রান্না ঘরেও রয়েছে ময়লার গন্ধ আর মাছির উপদ্রব। রোগীদের বেডের পাশেই ময়লার স্তুুপ। ময়লার স্তুপ থেকে মশা মাছি বসছে রোগীদের শরীরে আসন সংকটে বারান্দা বা মেঝেতেই চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের। জন্ডিস আক্রান্ত নবজাতক শিশূদের মশারি, কিংবা কাচের ঘরে আলাদা চিকিৎসা দেয়ার নিয়ম থাকলেও সাধারণ রোগীদের পাশেই দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা।

একদিনের সরেজমিনে দেখা গেছে এসব চিত্র। এতে শিশূদের স্বাস্থ্যঝুকি বাড়ছে বলে মনে করছেন অনেকেই। তবে সকল সমস্যা সমাধান করে হাসপাতালটিতে সর্ব সাধারনের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবেন এমন প্রত্যাশা মেহেরপুরবাসীর। কর্তৃপক্ষ বলছেন, জনবল সংকটে চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশীম খাচ্ছেন তারা।

২০১৩ সালে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালটি ১০০ শয্য থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নিত করা হলেও বাড়ানো হয়নি জনবল। প্রায় এক দশকেও বাড়েনি এই হাসপাতালটির কোনো সুযোগ সুবিধা। ২০১৯ সালে ৭২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যায়ে পাশেই ৬ তলা একটি ভবন তৈরীর কাজ শুরু হয়। পরে ভবনটি আরও ২ তালা বৃদ্ধি করা হয়। ভবনটি পুরো ৮ তলা প্রস্তুত হলেও এখন রয়েছে হস্তান্তর জটিলতা। অথচ, ২০২৩ সালের ১২ নভেম্বর হাসপাতালের ৮ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবনটির উদ্বোধন করা হয়েছে। পুরাতন ভবনেই

জায়গা সংকটে রোগীদের মেঝে কিম্বা বারন্দায় নিতে হচ্ছে চিকিৎসা সেবা।

এতে সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে অবস্থার অবনতি হচ্ছে অনেকের। হাসপাতালটিতে আছে জনবল সংকট। হাসপালটিতে সার্জারি, এনেসথেটিস্ট, চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য মোট পদ রয়েছে ২৯৩ টি। এর মধ্যে শুন্য রয়েছে ৭৮ টি পদ। হাসপাতালটির সিনিয়র কনসালটেন্ট মেডিসিন, শিশু, সার্জারি, কার্ডিওলজি, জুনিয়র কনসালটেন্ট গাইনি, প্যাথলজি, চর্ম ও যৌণ চিকিৎসক, ডেন্টাল সার্জন, ৩ জন এনেসথেটিষ্ট, নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট, ২ জন হেলথ এডুকেটর, ২ জন অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, ২ জন ওয়ার্ড মাস্টার, ১ জন মেডিকেল স্টোর কিপার, পদগুলি শুণ্য রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এছাড়া হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ৭ মেডিকেল অফিসারের মধ্যে ৬ জন, ১১ জন মেডিকেল অফিসারের মধ্যে ১ জন, ২ জন আরএমও’র মধ্যে একজন, ২ জন জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসারের মধ্যে ১ জন, ১১ জন স্টাফ নার্সের মধ্যে ৪ জন, ১ জন মেডিকেল রেকর্ড কিপার, ৫ জন সহকারি নার্সের মধ্যে ৪জন, ৩ জন গাড়ি চালকের মধ্যে ২ জন, ২৬ জন অফিস সহায়কের মধ্যে ২২ জন, ৪ জন ওয়ার্ড বয় এর মধ্যে ৩ জন, ৬ জন কুক এর মধ্যে ৫ জন, ৪ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মধ্যে ১ জন ও ২ টি মালির পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শুণ্য।

এদিকে হাসপাতালটিতে পর্যাপ্ত শয্যা সংখ্যা না থাকায় রোগীদের ঠাই মিলেছে বারান্দা। কেউ কেউ মেঝেতে বা শিঁড়ির নিছেই নিচ্ছেন চিকিৎসা। নিম্নমানের খাবারসহ ঔষধ না পাওয়ারও অভিযোগ রোগীদের। প্রায় ৪ মাস যাবৎ হাসপাতালটিতে বন্ধ রয়েছে নরমাল বা সিজারিয়ান ডেলিভারি। হাসপাতালটির অভ্যন্তেও রয়েছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব। দুর্ঘন্ধময় থাকে পরিবেশ আর মশা মাছির সাথেই পড়ে থাকতে হয় রোগীদের। সেই সাথে রয়েছে হাসপাতালের আয়া নামক যন্ত্রণা। রোগীদের হাতের ক্যানোলা খুলতে ও ছাড়পত্র নেওয়ার সময় জোর করে ২ থেকে ৩ শ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রোগীদের। তাদের দাবীকৃত টাকা না দিতে পারলেও দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা বা অসাদাচারণ করা নিত্যনৈমত্যিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল সার্জন মোঃ ফজলুর রহমান বলেন, চিকিৎসক সঙ্কট, জনবল সঙ্কটসহ নানা সমস্যায় চলছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল। যে কয়েকজন চিকিৎসক রয়েছে তা দিয়ে কোন রকমে চিকিৎসা দেযা হচ্ছে। সিজারিয়ান অপারেশন বন্ধ থাকায় গর্ভবতী মায়েদের সিজার করা বন্ধ রয়েছে।

ফলে ওই সকল গর্ভববী মায়েরা বিভিন্ন ক্লিনিকে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা খরচ কেও অপারেশন করাচ্ছেন। তবে চিকিসক ও জনবল চেয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করা হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্ত।

মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ৮ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে ইসলামপুর ব্রিজের পাশে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলমগীর খান সাতুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ। সম্মেলন অনুষ্ঠানে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মশিউর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লা, জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম, লিটন মাস্টার, আব্দুল লতিফ, বখতিয়ার, ইলিয়াস হোসেন, সৌরভ সহ আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রিপন। মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র নতুন কমিটির সভাপতি মনিরুজ্জামান মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি হারুনুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল নির্বাচিত হন।

ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে ইমাম সমিতির বিক্ষোভ মিছিল

ফিলিস্তিনে চলমান গণহত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেল ৫ টায় শহীদ ড.শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা ইসরায়েলের অব্যাহত আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে এই বর্বরতা বন্ধের আহ্বান জানান। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ফিলিস্তিনে যে গণহত্যা চালানো হচ্ছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

বিক্ষোভ ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক মাওলানা জামাল উদ্দীন, সহ-দপ্তর সম্পাদক মাওলানা ইদ্রিত আলী, সদস্য মাওলানা সাইফুল ইসলাম, হাফেজ মাওলানা শাহজালাল, নাসির উদ্দিন, জামাল উদ্দিন, আব্দুর রহমানসহ বিভিন্ন স্তরের মুসল্লিরা।

এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে মুসল্লিরা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরের সিংহাটিতে ওয়ার্ড বিএনপি’র কমিটি গঠন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড (পূর্ব সিংহাটি ও পুরাতন দরবেশপুর) বিএনপি’র ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে সিংহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড বিএনপি’র কমিটি গঠন করা হয়। মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হাফিজুর রহমান হাফি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার এসএসএফ (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য ক্যাপ্টেন গনিউল আজম। এসময় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সমর্থনে ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। সভাপতি পদে জিনারুল ইসলাম, আবুল কাশেম, ফজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক পদে জিহাদুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এ সময় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের হাত উত্তোলনের মাধ্যমে জিনারুল ইসলাম সভাপতি ও জিহাদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। পরে সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুব মল্লিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাদশা মিয়া ও আব্দুর রাজ্জাককে সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত করা হয়। এ সময় ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন অংশ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে ফুলের মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।